পূর্বাভাস (আকাশ মেঘলা থাকতে পারে)
শনিবারের
বালুরঘাট ঃ সর্বনিম্ন ৬.৮°, সর্বোচ্চ ১৭.০°
মালদা ঃ সর্বনিম্ন ৯.৪°, সর্বোচ্চ ১৮.৫°
রায়গঞ্জ ঃ সর্বনিম্ন ৭.০°, সর্বোচ্চ ১৫.০°

আমার শহর
উত্তরবঙ্গ সংবাদ ১৩ জানুয়ারি ২০১৮ তেরো

বিবেক ধ্বনিতে জেগে উঠল মহানন্দা–আত্রেয়ী–কুলিক পাড়

নিজস্ব প্রতিবেদন, ১২ জানুয়ারি ঃ যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দের ১৫৫তম জন্মজয়ন্তীতে শামিল হল গৌড়বঙ্গ। মহানন্দা থেকে আত্রেয়ী, পুনর্ভবা থেকে কুলিক পাড়ের প্রতিটি শহর এদিন ভোর থেকে স্বামীজির বাণী মুখরিত হয়ে ওঠে। স্কুল–কলেজের ছাত্রছাত্রীদের প্রভাতফেরিতে উজ্জীবিত হয়ে ওঠে প্রতিটি এলাকা।

এদিন সকাল সাড়ে ৮টায় মালদা শহরের বাঁধ রোডে স্বামীজীর মূর্তিতে মাল্যদান করেন রামকৃষ্ণ মিশনের মঠাধ্যক্ষ স্বামী ত্যাগরূপানন্দজি মহারাজ। মাল্যদান করে স্বামীজিকে শ্রদ্ধা জানান জেলাশাসক কৌশিক ভট্টাচার্য, অতিরিক্ত জেলাশাসক (জেলাপরিষদ) মলয় মুখার্জি, ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান নীহাররঞ্জন ঘোষ, বঙ্গরত্ন রাধাগোবিন্দ ঘোষ সহ রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যান্য সন্ন্যাসী ও শহরবাসী। মাল্যদানের পর বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের প্রভাতফেরি গোটা শহর পরিক্রমা করে। মিছিলে সবার সঙ্গে পা মেলান জেলা প্রশাসন ও পুর প্রশাসনের শীর্ষকর্তারাও। এছাড়াও এদিন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সহ একাধিক অরাজনৈতিক সংগঠন যুগনায়কের জন্মজয়ন্তী পালন করে। বিশেষ এই দিনে বস্ত্র বিতরণ করেন জেলা যুব তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক তথা কাউন্সিলার প্রসেনজিৎ দাস। এদিন বিভিন্ন সংগঠনের উদ্যোগে রক্তদান শিবিরেরও আয়োজন করা হয়।

এদিন বালুরঘাটেও পুরসভা, একাধিক ক্লাব ও সংস্থার উদ্যোগে পালিত হয় স্বামী বিবেকানন্দর জন্মজয়ন্তী। এই উপলক্ষ্যে শহরে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সকালে বালুরঘাট অঞ্চল একল অভিযানের উদ্যোগে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা শহর পরিক্রমা করে। শোভাযাত্রায় প্রায় ২০ হাজার মানুষ অংশগ্রহণ করে। পুরসভার উদ্যোগে হিলি মোড়ে স্বামীজির মূর্তিতে মাল্যদান করেন পুরপ্রধান রাজেন শীল। পুরসভার পক্ষ থেকেও একটি মিছিল বের করা হয়।

প্রবল শীতকে উপেক্ষা করে এদিন বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তীতে মেতে উঠেছিল গঙ্গারামপুরও। এদিন শহরের বোড়ডাঙ্গী এলাকার বিবেকানন্দ নাট্য সংস্থার পক্ষ থেকে জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং শহর পরিক্রমার মাধ্যমে বিবেক জয়ন্তীর সূচনা হয়। এদিন সংস্থার পক্ষ থেকে বৈদিক বিশ্বশান্তি মঞ্চের সূচনা করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারত সেবাশ্রম সংঘের স্বামী পরাশরানন্দজি মহারাজ, শ্রীমন্ত সূত্রধর, পীযূষ সরকার, উত্তম সরকার প্রমুখ। এদিন রাজ্য সরকারের যুবকল্যাণ দপ্তর, গঙ্গারামপুর পুরসভা ও ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগেও পালিত হয় বিবেক জয়ন্তী। প্রশাসনিক কর্তারা বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে মিছিলে পা মেলান। পরে গঙ্গারামপুর হাইস্কুল ময়দানে বিবেক চেতনা উৎসব পালিত হয়। প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে সেখানে উপস্থিত ছিলেন একাধিক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বও। সেই অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে বিভিন্ন ক্লাবকে ফুটবল ও ভলিবল দেওয়া হয়। দুস্থদের হাতে তুলে দেওয়া হয় শীতবস্ত্র। এছাড়াও সেখানে কুইজ, বসে আঁকো প্রতিযোগিতা সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

এদিকে পুরসভা ও শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের যৌথ উদ্যোগে এদিন কালিয়াগঞ্জেও পালিত হয়েছে বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী। সকাল ১০টায় আশ্রম প্রাঙ্গণ থেকে বেরিয়ে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি শহর পরিক্রমা করে। র‍্যালিটি শহরের বিবেকানন্দ মোড়ে শেষ হয়। সেখানে বিবেকানন্দের মূর্তিতে মাল্যদান করেন আশ্রমের সম্পাদক প্রাণকৃষ্ণ ভৌমিক, উপপুরপ্রধান বসন্ত রায় সহ আরো অনেকে। এদিন আশ্রমের পক্ষ থেকে বিবেকানন্দ আঁকো ও স্বামীজি সাজো প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়। ছিল আবৃত্তি প্রতিযোগিতাও। এদিন বিবেকানন্দ যুব পাঠচক্রের উদ্যোগেও শহরে একটি মিছিল বের করা হয়। অন্যদিকে, এদিন ফতেপুর হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত হয় বিবেক চেতনা উৎসব। সকাল ১১টায় ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক–শিক্ষিকা ও বিশিষ্টজনদের পদযাত্রায় উৎসবের সূচনা হয়। এদিন ব্লক পর্যায়ের এই উৎসবে যেমন খুশি বিবেকানন্দ আঁকো ও সাজো এবং কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। রায়গঞ্জ শহরেও এদিন উদ্দীপনার সঙ্গে বিবেক জয়ন্তী পালন করা হয়। শহরের বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের পড়ুয়ারা প্রভাতফেরিতে অংশ নেয়। বিশেষ এই দিনটিতে শহরের বিভিন্ন জায়গায় নানা ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল।

মালদায় স্বামী বিবেকানন্দকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন স্বামী ত্যাগরূপানন্দজি মহারাজ, জেলাশাসক কৌশিক ভট্টাচার্য, ইংরেজবাজারের পুরপ্রধান নীহাররঞ্জন ঘোষ ও শিক্ষাবিদ রাধাগোবিন্দ ঘোষের। ছবিগুলি তুলেছেন পার্থ দাস।

প্রকাশ্য সমাবেশ ফেসবুকে লাইভ করবে সিপিএম

সিদ্ধার্থশংকর সরকার

পুরাতন মালদা, ১২ জানুয়ারি ঃ শনিবার থেকে শুরু হতে চলেছে মালদা জেলা সিপিএমের ২২তম জেলা সম্মেলন। ইতিমধ্যেই এই সম্মেলন ঘিরে উপদলীয় তৎপরতা শুরু হয়ে গেছে। সম্মেলন ঘিরে বড়ো পরিবর্তনের শঙ্কা তৈরি হওয়ায় রাজ্যের এক ঝাঁক নেতৃত্ব দুইদিন ধরে নজর রাখতে ইতিমধ্যেই জেলায় এসে গেছেন। প্রায় তিনশতাধিক প্রতিনিধির ঝাঁঝালো আক্রমণের মুখে পড়তে হতে পারে বর্তমান জেলা নেতৃত্বকে, এমনটাই শঙ্কা দলীয় নেতাদের। অন্যদিকে সম্মেলন উপলক্ষ্যে আয়োজিত প্রকাশ্য সভা ফেসবুকের মাধ্যমে লাইভ প্রচারের অভিনব উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

পুরাতন মালদার তাঁতিপাড়া মাঠে শুরু হচ্ছে দু'দিন ব্যাপী সম্মেলন ও প্রকাশ্য সমাবেশ। সম্মেলনে মূলত সংগঠনিক আলোচনা হবে। ১৩ জানুয়ারি প্রকাশ্যে সমাবেশে সিপিএমের পলিটব্যুরো সদস্য তথা রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ মহম্মদ সেলিম সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা উপস্থিত থাকবেন। দলীয় সূত্রে খবর, জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রকাশ্য সমাবেশে কয়েক হাজার কর্মী–সমর্থক যোগ দেবেন। ইতিমধ্যেই জেলা সিপিএমের ২২তম সম্মেলন ঘিরে জোর প্রস্তুতি চলছে পুরাতন মালদার তাঁতিপাড়া মাঠে। এপ্রসঙ্গে সিপিএমের জেলা নেতা অম্বর মিত্র জানান, জেলার ২২তম সম্মেলন ১৩ জানুয়ারি পুরাতন মালদার তাঁতিপাড়া মাঠে শুরু হচ্ছে। সেখানে প্রকাশ্য সমাবেশে যোগ দেবেন সাংসদ মহম্মদ সেলিম। সাংগঠনিক আলোচনার পাশাপাশি সমস্তরকম আলোচনা হবে। সিপিএম সূত্রে খবর, দীর্ঘদিন বাদে দলীয় দুই নেতা শৈলেন সরকার ও জীবন মৈত্র বাদে জেলা সম্মেলন হচ্ছে। এই দুই নেতাই প্রয়াত হয়েছেন। গত ২১তম জেলা সম্মেলনেও জীবন মৈত্র ছিলেন। তাঁদের অবর্তমানে বর্তমান জেলা নেতৃত্ব একদিকে যেমন অভিভাবকহীন, ঠিক তেমনই কার্যত দিশেহারা। উপদলীয় কোন্দলে জেরবার জেলা নেতৃত্ব। প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে সম্প্রতি এই জেলায় ২৪টি এরিয়া কমিটির বেশ কয়েকটিতে ভোটাভুটি হয়েছে। কয়েকটিতে 'সমঝোতা'–র মাধ্যমে গঠিত হয়েছে কমিটি। খুব কম সংখ্যক এরিয়া কমিটির সম্মেলনে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে বর্তমান জেলা নেতৃত্ব। সব মিলিয়েই মনে করা হচ্ছে, ২২তম জেলা কমিটিতেও ভোটাভুটির একটা সম্ভাবনা রয়েছে। যদিও সব উপদলের নেতাদেরই দাবি, ভোটাভুটি হবে না। অন্যদিকে ২২তম সম্মেলনের প্রকাশ্য সভা ঘিরে শুরু হয়েছে প্রচার। বৃহস্পতিবার ইংরেজবাজার এরিয়া কমিটির উদ্যোগে মালদা শহরে হয়েছে মশাল মিছিল। শনিবার সাইকেল মিছিল করা হবে। এছাড়াও প্রকাশ্য সমাবেশ তাঁতিপাড়া মাঠ থেকে ফেসবুকের মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রাসারণ করা হবে বলে জানিয়েছেন সিপিএম নেতৃত্ব।

স্বামীজির বার্তা ছড়িয়ে দিতে বিবেক চেতনা উৎসব

পুরাতন মালদা, ১২ জানুয়ারি ঃ স্বামী বিবেকানন্দের ১৫৫তম জন্মজয়ন্তীতে বিবেক চেতনা উৎসব পালন করল পুরাতন মালদা পুরসভা। পুরসভার উদ্যোগে শহরের বুলবুলি মোড় তথা বিবেকানন্দ মোড়ে শুক্রবার এই উৎসবটি আয়োজিত হয়। এদিন সকালে শহরের বুকে প্রভাতফেরি বের হয়। প্রভাতফেরিতে পুরপ্রধান কার্তিক ঘোষ সহ অন্যান্য কাউন্সিলাররা অংশ নিয়েছিলেন। পড়ুয়া, শিক্ষক–শিক্ষিকা, পুরকর্মীরা প্রভাতফেরিতে নগর পরিক্রমা করেন। পরে বুলবুলি মোড়ে পার্কের ভিতরে স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তিতে মাল্যদান করেন পুরপ্রধান কার্তিক ঘোষ। শেষে একটি মঞ্চে পড়ুয়াদের মধ্যে স্বামীজির চিন্তাভাবনা, ভাবধারা নিয়ে অনেকে বক্তব্য রাখেন।

এপ্রসঙ্গে পুরপ্রধান কার্তিক ঘোষ বলেন, স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ, চিন্তাভাবনা, ভাবধারা, মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে আমরা বিবেক চেতনা উৎসব পালন করেছি। রাজ্য জুড়েই এই কর্মসূচি হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে ও পুরসভার উদ্যোগে এই কর্মসূচি হয়েছে। বর্তমানে অসহিষ্ণুতা, হানাহানির বাতাবরণ চলছে। স্বামীজি এমন ভারত চাননি। তাই তাঁর ভাবধারা, আদর্শ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে এমন উদ্যোগ বলে জানান তিনি। *–সংবাদ নিউজ সার্ভিস*

দক্ষিণ দিনাজপুর বইমেলায় চলছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। শুক্রবার তোলা সংবাদচিত্র।

ইতিহাসের ঐতিহ্য রক্ষার দাবি উঠল বইমেলায়

সুজয় সরকার ● বালুরঘাট

১২ জানুয়ারি ঃ দক্ষিণ দিনাজপুরের পরতে পরতে লুকিয়ে আছে ইতিহাস। আটটি ব্লকেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে প্রাচীন স্থাপত্য। এই ঐতিহ্য ও স্থাপত্যকে রক্ষার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরলেন বিশিষ্ট গবেষকরা। ২২তম দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা বইমেলায় 'পর্যটন ও দক্ষিণ দিনাজপুর' বিষয়ক সেমিনারে জেলার প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্য নিয়ে নানা অজানা তথ্য উন্মোচিত হল। এবিষয়ে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট গবেষক হিমাংশু সরকার ও সমিত ঘোষ। গবেষক হিমাংশু সরকার জেলার প্রাচীন ইতিহাসের বিষয়গুলির উপর আলোকপাত করেন। পাশাপাশি সমিত ঘোষের বক্তব্যে উঠে আসে ঐতিহ্য রক্ষার বিষয়টি। আলোচনায় ইতিহাস প্রসঙ্গে উঠে আসে জেলায় ছড়িয়ে থাকা নানা প্রাচীন দিঘির নাম ও তার নেপথ্যে থাকা নানা ঐতিহাসিক কাহিনি। অন্যদিকে ইতিহাসের প্রসঙ্গ ধরে দক্ষিণ দিনাজপুরের ঐতিহ্য রক্ষার দাবি ওঠে। উদাহরণ হিসাবে খাঁপুরের সিংহবাহিনী মন্দির রক্ষার গুরুত্বকে তুলে ধরে সমিতবাবু বলেন, দ্রুত মন্দিরটির সংস্কার না হলে আগামী দুটো বর্ষার পর তা হারিয়ে যেতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলায় হেরিটেজ রক্ষায় পদক্ষেপ ও আর্থিক অনুদান মিললেও দক্ষিণ দিনাজপুর সেক্ষেত্রে বঞ্চিত থেকেছে বলে জানান তিনি। অথচ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় মনোহলি জমিদার বাড়ি, মাহুর কিসমত গ্রামের পঞ্চরসের মন্দির, করদহের শিবমন্দিরের মতো ঐতিহ্য চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। সমিতবাবু জানান, ২০০৫ সালে পশ্চিমবঙ্গ হেরিটেজ কমিশন আইন সংশোধন করে একটি ঐতিহ্য তালিকা তৈরির কথা বলে। সেখানে প্রথমে উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলা ও পরে মালদা জেলাকে সংযুক্ত করে মোট ৩৭১টি তালিকা প্রকাশিত হয়। এক্ষেত্রে দক্ষিণবঙ্গ বিশেষ করে কলকাতা পুরসভার হেরিটেজ রক্ষার পদক্ষেপ নেওয়ার কথা জানা গেলেও উত্তরবঙ্গে তা কতটা গুরুত্ব পেয়েছে সেবিষয়ে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেন। পশ্চিমবঙ্গ হেরিটেজ কমিশন ও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় একটি মউ স্বাক্ষর সম্পাদন করে। হেরিটেজ রক্ষায় স্থানীয় স্তরে সচেতনতা বৃদ্ধির দাবিতে প্রস্তাব গৃহীত হয়। সেখানে হেরিজেট রক্ষায় পৃথক বাহিনী গড়ার প্রস্তাব দেওয়া হয় বলে তিনি জানান। আলোচনায় জেলার বোল্লা, বটুন সহ অন্যান্য একাধিক মন্দির ঘিরে পর্যটন প্রসারের কথা ওঠে। সেই সঙ্গে পর্যটন ও ইকো ট্যুরিজমের প্রসারে উদ্যোগ গ্রহণেও দাবি ওঠে।

মাদক বিরোধী প্রচারে সাফল্য বালুরঘাট পুলিশের

বালুরঘাট, ১২ জানুয়ারি ঃ মাদক বিরোধী প্রচার অভিযানের প্রথমদিনেই সাফল্য পেল বালুরঘাট থানার পুলিশ। দুইজন নেশাগ্রস্ত যুবক পুনর্বাসনকেন্দ্রে তাদের চিকিৎসা করাতে রাজি হয়েছে। শুক্রবার বালুরঘাট থানায় আয়োজিত সেমিনারেই ওই দুই যুবক এবং তাদের অভিভাবকরা পুনর্বাসনকেন্দ্রে যেতে সম্মত হন। আগামী কয়েকদিন শহরের বিভিন্ন এলাকা এবং স্কুলগুলিতে একই কায়দায় সচেতনতা প্রচারাভিযান চালাবে পুলিশ এবং শিলিগুড়ির একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। বালুরঘাট শহর জুড়ে মাদকাসক্তের সংখ্যা বাড়ছে। কিলবিস নামে এক ধরনের কমদামি ব্রাউন শুগারের সন্ধানে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে যাচ্ছে একদল ছাত্র–যুব। শহরে অধিকাংশ অপরাধমূলক কাজকর্মে জড়িয়ে যাচ্ছে ওই যুবকরা। নেশার টাকা জোগাড় করতে অনেকে চুরি, ছিনতাইয়ের মতো ঘটনাতেও জড়িয়ে পড়ছে। এতদিন পুলিশ প্রশাসন আইনের সাহায্য নিয়ে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চালিয়েছে। কিন্তু তাতেও সমস্যা মেটেনি। তাই এবারে কাউন্সেলিং ও চিকিৎসার রাস্তা নিয়েছে পুলিশ প্রশাসন। শিলিগুড়ির একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সহযোগিতায় এবারে পুলিশ সচেতনতা প্রচার ও কাউন্সেলিংয়ে জোর দিয়েছে। এর অঙ্গ হিসাবেই শুক্রবার বালুরঘাট থানার সভাগৃহে একটি সচেতনতামূলক সভা হয়। নেশাসক্ত বেশ কিছু পরিবারকে নিয়ে এই সভা হয়। সেখানে বোঝানো হয় মাদকের কুপ্রভাব সম্পর্কে। এরপরেই শহরের দুজন নেশাসক্ত যুবক চিকিৎসা করাতে সম্মতি দেয়। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কর্তা কৌশিক মিত্র বলেন, শহরে একাধিক স্থানে মাদকবিরোধী সচেতনতা প্রচার চালানো হচ্ছে বিভিন্ন বয়সি ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে। আগ্রহীদের শিলিগুড়ি পুনর্বাসনকেন্দ্রে রেখে চিকিৎসা করানো হবে।

বালুরঘাটের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খুদে পড়ুয়াদের নৃত্যানুষ্ঠান। ছবিটি তুলেছেন মাজিদুর সরদার।

মণিমেলার সুবর্ণজয়ন্তী

বালুরঘাট, ১২ জানুয়ারি ঃ পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে তিনদিন ব্যাপী অনুষ্ঠান শুরু হল মণিমেলা শিশু বিদ্যানিকেতন স্কুলে। এই উপলক্ষ্যে শুক্রবার এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করে স্কুলের ছাত্রছাত্রী সহ শিক্ষক–শিক্ষিকারা। এপ্রসঙ্গে স্কুলের সভাপতি প্রদীপকুমার কুণ্ডু বলেন, স্কুলের পঞ্চাশ বছর পূর্তিকে সামনে রেখে স্কুল প্রাঙ্গণে তিনদিন ধরে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। থাকছে প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানও। অনুষ্ঠানে স্কুলপড়ুয়াদের পাশাপাশি প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরাও অংশগ্রহণ করছে। রবিবার শেষদিনের অনুষ্ঠানে সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কৃত করা হবে। *–সংবাদ নিউজ সার্ভিস*

সুবর্ণজয়ন্তীতে দৃষ্টান্ত স্থাপন বিভূতিভূষণ স্কুলে

মালদা, ১২ জানুয়ারি ঃ উদ্‌যাপন একেবারেই আলাদা, অন্যমাত্রায়। প্রভাতফেরি, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, জলসা নয়, রীতিমতো সমাজসেবামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে ২০১৭–র সেপ্টেম্বর থেকে সুবর্ণজয়ন্তী পালন করছে মালদা শহরের বিভূতিভূষণ উচ্চবিদ্যালয়। কখনও বন্যাত্রাণ দিয়ে, তো কখনও শীতবস্ত্র, কখনও বা ক্যান্সার আক্রান্ত ছাত্রের পাশে দাঁড়িয়ে পালন করা হচ্ছে সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ। স্কুলের শিক্ষক অতনু ভট্টাচার্য জানান, ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বর আমাদের বিদ্যালয় ৫০ বছরে পা দিয়েছে। সেই অর্থে এবার আমাদের স্কুল সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ। সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ পালন করার সাধ রয়েছে, কিন্তু সামর্থ নেই। তাই সারা বছর ধরে মানুষের পাশে দাঁড়ানো, স্কুলের নবম শ্রেণির ক্যান্সার আক্রান্ত ছাত্র তপন মণ্ডলকে আর্থিক সাহায্য করেই সুবর্ণজয়ন্তী পালন করা হচ্ছে। একই সঙ্গে তিনি জানান, একইভাবে সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনে স্কুলের আশেপাশের দুই শতাধিক গরিব মানুষদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইংরেজবাজার পুরসভার উপপুরপ্রধান বাবলা সরকার, বিরোধী দলনেতা নরেন্দ্রনাথ তিওয়ারি, এলাকার কাউন্সিলার শুভদীপ সান্যাল সহ বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে অতিথিরা বিদ্যালয়ের এই উদ্যোগকে প্রশংসা করেন। *–সংবাদ নিউজ সার্ভিস*

ফাইনালে অনীক, সবুজ

মালদা, ১২ জানুয়ারি ঃ কালীতলা ক্লাব পরিচালিত ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ফাইনালে মুখোমুখি হতে চলেছে মালদার অনীক সংঘ এবং বহরমপুরের সবুজ সংঘ। রবিবার ফাইনাল খেলা হবে বৃন্দাবনী ময়দানে। শুক্রবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে অনীক সংঘ ৮৯ রানে হারিয়ে দেয় শান্তিভারতী পরিষদকে। এদিন টসে জিতে প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেয় শান্তিভারতী পরিষদ। নির্ধারিত ২৫ ওভারে অনীক সংঘ ৬ উইকেট হারিয়ে ১৯৩ রান তোলে। অনীক সংঘের হয়ে অরুণ চাপরানা ৪৪ বলে ৩৯ রান, রাহুল দালাল ৪০ বলে ৪৬ রান, শাহাবাজ আহমেদ ১৪ বলে ৪৩ রান করে। শান্তিভারতী পরিষদের হয়ে বীরপ্রতাপ সিং ৩৮ রানে ২ উইকেট এবং প্রিয়ঙ্কর ২৬ রানে ২ উইকেট লাভ করে। দ্বিতীয়ার্ধে খেলতে নেমে মাত্র ১৮.৪ ওভারে ১০৪ রান করে অলআউট হয়ে যায় শান্তিভারতী পরিষদ। শান্তিভারতী পরিষদের হয়ে মিরাজ আনসারি ২১ বলে ৩০ রান এবং মিঠুন দত্ত ৯ বলে ১৫ রান করে। অনীক সংঘের হয়ে অরুণ চাপরানা ৮ রানে ৩ উইকেট, দীপক সিং ৭ রানে ২ উইকেট এবং গৌরব চৌহান ১৪ রানে ২ উইকেট লাভ করে। ম্যান অব দ্য ম্যাচের শিরোপা পায় অরুণ চাপরানা।

কম্বল বিলি

কালিয়াগঞ্জ, ১২ জানুয়ারি ঃ স্বামী বিবেকানন্দের ১৫৫তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার রাতে ফুটপাথবাসীদের হাতে কম্বল তুলে দিল কালিয়াগঞ্জের পূর্বাশা অনুশীলনী স্পোর্টিং ক্লাব। প্রবল ঠান্ডায় যে মানুষেরা রাস্তার পাশে দোকানের বারান্দায় অথবা রেলস্টেশনের প্ল্যাটফর্মে রাত কাটায়, তাদেরই কম্বল বিতরণের উদ্যোগ নিল এই ক্লাব। বৃহস্পতিবার রাতে এই উদ্যোগে শামিল হয়েছিলেন ওই ক্লাবের সম্পাদক দেবাশিস দাস, জহর দাস, প্রসিদ্ধ রায়, বুদ্ধদেব সরকার, তন্ময় সরকার, তপন দাস, অমিত দাস প্রমুখ। শহরের নানা প্রান্ত ঘুরে ঘুরে পথবাসীদের হাতে কম্বল তুলে দেওয়া হয়। ক্লাব সম্পাদক বলেন, এবারে ভীষণ ঠান্ডা পড়েছে। তাই মাথায় আসে পথবাসী মানুষদের কষ্টের কথা। সেই কারণেই এমন উদ্যোগ।

রায়গঞ্জে শহিদ দিবস

রায়গঞ্জ, ১২ জানুয়ারি ঃ বিপ্লবী মাস্টারদা সূর্য সেনের স্মরণে শুক্রবার শহিদ দিবস পালন করল ছাত্র সংগঠন ডিএসও। এদিন সকালে রায়গঞ্জের ঘড়ি মোড়ে ডিএসও'র তরফে প্রয়াত স্বাধীনতা সংগ্রামী সূর্য সেনের ছবিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। সংগঠনের জেলা সম্পাদক শ্যামল দত্ত সহ অন্যান্য নেতৃত্ব এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন।

ক্যালেন্ডার প্রকাশ

মালদা, ১২ জানুয়ারি ঃ গত ১০ জানুয়ারি রেডক্রশ ভবনে ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস্, মালদা জেলা শাখার ২০১৮ সালের জন্য বর্ষব্যাপীর কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় এবং কর্মসূচি সম্পর্কিত ক্যালেন্ডার (২০১৮) প্রকাশ অনুষ্ঠান হয়। কর্মসূচিগুলির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে রাজ্য সরকারের নির্দেশমতো ন্যূনতম ৫০টি বিদ্যালয়ে স্কাউট গ্রুপ খোলা, থ্যালাসেমিয়া, ডেঙ্গু, এইডস ইত্যাদি রোগগুলি সম্পর্কে প্রতিরোধ ও সচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাইক ব্যালির মাধ্যমে প্রচার, স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির, দেহদান সম্পর্কিত প্রচার গড়ে তোলা, বছরে ন্যূনতম ২৪টি রক্তদান শিবিরের মধ্য দিয়ে ন্যূনতম ১০০০ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ করা। রবিবার কাউন্সিল সভায় বর্ষব্যাপী এই ক্যালেন্ডার প্রকাশ করেন সংস্থার জেলা কমিশনার আবদুস সাত্তার। উপস্থিত ছিলেন সভাপতি ডা. ডি. সরকার, হেড কোয়ার্টার কমিশনার অনিল সাহা, জেলা অর্গানাইজিং কমিশনার শিব স্বর্ণকার, সম্পাদক নিরঞ্জন প্রামাণিক, সুকান্ত মণ্ডল, প্রমথ সরকার প্রমুখ।